গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সমন্বয়-২ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(www.mochta.gov.bd)

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরনী।

সভাপতি ঃ জনাব নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি
সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সভার তারিখ ঃ ১১/১১/২০১৫ খ্রিঃ

সভার সময় ঃ বেলা ২.৩০টা।

সভার স্থান ঃ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ।

উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে উপসচিব (সম-২) কর্তৃক গত সভার কার্যবিবরনী সভায় পাঠ করে শুনানো হয় যা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০৪-০৯-২০১৪ তারিখে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি সভায় পর্যায়ক্রমে আলোচনা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত নির্দেশনা	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ/কর্তৃপক্ষ
১.	পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীদের দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নাগরিকদের মতো ভূমির উপর তাদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন যেটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছিল সেটি কিছু নির্দেশনাসহ ভূমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ এসেছে। এর পরে কোন অগ্রগতি জানা যায় নাই। গত ০৪/১১/১৫ তারিখে এ বিষয়ে পুনরায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে।	ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইনটি বাস্তবে রূপদান সহ ভূমি কমিশনকে কার্যকর করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে যুগ্ম-সচিব সমন্বয় ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।	ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পাচবিম;
২.	তিন পার্বত্য জেলায় প্রাইমারী	১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, ২১৭টি জরাজীর্ণ	১) তিন পার্বত্য জেলায় ১১৬টি নতুন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের,	(১) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়;

	স্কুল নির্মাণ, প্রাইমারী স্কুল আধুনিকায়ন , আবাসিক স্কুল নির্মাণ এবং . কোন কোন জায়গায় স্কুল তৈরী করা যাবে তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলো জাতীয়করণের বিষয়ে গত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বান্দরবান ব্যতীত খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি থেকে প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	২১৭টি জরাজীর্ণ স্কুল মেরামতের ও ১৩১টি বেসরকারি স্কুল জাতীয় করণের এবং ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত ২২৮টি বেসরকারি স্কুল জাতীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করে যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ করবেন। অবিলম্বে বান্দরবান জেলা পরিষদকে ইউএনডিপি প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলো জাতীয়করণের বিষয়ে চাহিত প্রতিবেদন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ করা হয়।	যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা,বান্দরবান জেলা পরিষদ।
		২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বান্দরবান জেলা পরিষদ জানান, তাঁর জেলায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্মিত মোট ০৭টি আবাসিক ছাত্রাবাসের মধ্যে ০২টি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দে চলছে এবং বাকী ০৫টি ছাত্রাবাস জেলা পরিষদের অর্থায়নে চালানো হচ্ছে। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রাঙ্গামাটি জানান, তাঁর জেলায় নির্মিত মোট ০৬টি ছাত্রাবাসের মধ্যে ০৪টি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দে চলছে এবং বাকী ০২ টি আবাসিক ছাত্রাবাসে জনবল নিয়োগ করা হলেও বাজেট বরাদ্দের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খাগড়াছড়ি জানান, তাঁর জেলায় নির্মিত মোট ০৬টি ছাত্রাবাসের মধ্যে ০৩টি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বাজেট বরাদ্দে চলছে এবং বাকী ০৩টি আবাসিক ছাত্রাবাস বাজেট বরাদ্দের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না।	২) যেহেতু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে নবনির্মিত ছাত্রাবাসগুলো চালুর জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু বান্দরবানের ন্যায় খাগড়াছড়ির ০৩টি ও রাঙ্গামাটির ০২টি আবাসিক ছাত্রাবাস জেলা পরিষদের অর্থায়নে চালুর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করা হয়।	২)চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পাচবিম;

৩.	তিন জেলায় কমিউনিটি হেলথ ক্লিনিক স্থাপন,	খাগড়াছড়ি জেলায় যে সমস্ত কমিউনিটি ক্লিনিকের কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি তার তালিকা সিভিল সার্জন কর্তৃক স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বান্দরবানে প্রস্তাবিত কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ১০৩টি এর মধ্যে ৬৭টি ক্লিনিক স্থাপন ও চালু করা হয়েছে এবং ১২টি ক্লিনিকের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। রাঙ্গামাটিতে প্রস্তাবিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১৪৭টি। ইতোমধ্যে চালু হয়েছে ৮১টি,জমি পাওয়া যাচ্ছে না ৬৬টির।খাগড়াছড়িতে প্রস্তাবিত ক্লিনিকের সংখ্যা ১৫৩টি। এর মধ্যে চালু ৬৭টি। এখনও কাজ আরম্ভ হয়নি ৮৬টির।	যেসমস্ত ক্লিনিক স্থাপনের জন্য এখনও জমি পাওয়া যায়নি সেগুলোর জমি প্রাপ্তির জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের মাধ্যমে হেডম্যান, কারবারীদের সাথে আলাপ করে জমি প্রাপ্তি নিশ্চিত করাসহ প্রস্তাবিত সকল ক্লিনিক নির্মাণ ও চালুর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সকল জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও সিভিল সার্জন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়; চেয়ারম্যান, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ; সিভিল সার্জন , রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা ।
৪.	যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন, খাদ্যাভাব দ্রুত দূরীকরণের জন্য অর্থকরী ফসল কমলালেবু, লেবুসহ সব ধরণের ফল, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনসহ অর্থকরী ফসল উৎপাদন করতে হবে।	১) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় এলজিইডি পার্বত্য অঞ্চলের রাস্তা নির্মাণ করছে। জাইকার অর্থায়নে সড়ক বিভাগের আওতায় পার্বত্য জেলাসমূহের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নয়নের কাজ চলছে। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড তিন জেলা পরিষদ ও অন্যান্য স্থানীয় সরকার পরিষদের মাধ্যমেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অব্যাহত আছে।	১) চলমান কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প -২য় পর্যায়ের আওতায় ও জাইকার অর্থায়নে যেসমস্ত কাজ হচ্ছে সে সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য যুগ্মসচিব (উন্নয়ন)-কে অনুরোধ করা হয়।	(১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন),পাচবিম; মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।
		২) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৫৪০.৩২৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১৫-২০১৬ মেয়াদে ''পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের কমলা ও মিশ্র ফল চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পটি চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন'২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৯৪.৬৪ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৬১%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পাচবিম কর্তৃক ৮০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এ	(২)কমলা ও মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পটি ও বাগান সৃজনের কাজ সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়নের জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়।	(২)ভাইস-চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড;

		বরাদ্দের মাধ্যমে ২০০ পরিবারকে ৬০০ একর বাগান সৃজনে সহযোগিতা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।		
		৩) বান্দরবান জেলা পরিষদ কর্তৃক চলতি অর্থ বছরে কফি, স্ট্রবেরী ও অন্যান্য চারা বিতরণের জন্য ২০.০০ লক্ষ টাকায় গৃহীত প্রকল্পের কাজ চলমান। রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদ কর্তৃক কফি ও স্ট্রবেরী চাষে এলাকার জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার নিমিত্তে ২০ লক্ষ টাকার প্রকল্প কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য পরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি চলতি শীত মৌসুমে বাস্তবায়িত হবে। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ জানান, নিজস্ব তহবিল হতে ফলজ বাগান সৃজনের লক্ষ্যে প্রকৃত কৃষকদের মাঝে আম, লিচু, কমলা লেবু, সপেদা, বরইসহ বিভিন্ন ধরনের ফলের চারা বিতরণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	৩) কফি ও স্ট্রবেরী চাষ এবং ফলজ বাগান সৃজনের প্রকল্পগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, তিন জেলা পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়।	৩) চেয়ারম্যান/মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান জেলা পরিষদ।
৫.	পার্বত্য অঞ্চলে পপি ও তামাক চাষকে নিরুৎসাহিত করে ভুট্টা চাষসহ অন্যান্য অর্থকরী ফসল যেমনঃ রাবার, স্ট্রবেরী, মিশ্র ফল ইত্যাদি চাষের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।	১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ৯৮৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-১৬ মেয়াদে "উচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৭০৫.০০ লক্ষ টাকা। ভৌত অগ্রগতি ৭৫%। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এ প্রকল্পে বরাদ্দ ২৪০.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের এলাকাসমূহে কিছু কিছু নতুন স্কীম গ্রহণ করা হয়েছে এবং	১) ৯৮৫.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১১-১৬ মেয়াদে "উচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্পের রাবার বাগানের সামাজিক সুবিধাদি উন্নয়ন ও রাবার প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য পাচউবোকে অনুরোধ করা হয়।	(১)ভাইস-চেয়ারম্যান, পাচউবো,